



(228)

আপনি তাকে দেখেন নাই-সত্য নয়। কিছুক্ষণ পরে মুহাম্মদ
মোর্শেদ-উজ-জামান মন্ডল ওরফে জিসান এসে আবরার ফাহাদকে
পাম্প করতে থাকে তাকে সুস্থ করার জন্য-সত্য।

আসামী মোঃ আকাশ হোসেন ও খন্দকার তাবাক্করুল
ইসলাম তানভীর জেরা এডপ্ট করা হয়েছে। আসামী অমিত সাহা,
মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, ইশতিয়াক আহমেদ মুন্না, এস.এম
মাহমুদ সেতু ও মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে মিজান জেরা
ডিক্লাইন।

পি.ডাব্লিউ-২২ মোহাম্মদ গালিব তার জবানবন্দীতে বলেন
যে-আমি বুয়েটের এমএমই বিভাগের ১৭ তম ব্যাচ এর ছাত্র।
ঘটনার তারিখ ০৬/১০/২০১৯ইং। বিগত ০৬/১০/১৯ইং তারিখে
আমি শেরেবাংলা হলেই ছিলাম। আমি দুপুরের দিকে ঘুম থেকে
উঠে ডাইনিং এ যাই এবং ডাইনিং থেকে এসে রুমে পড়তে বসি।



বিকাল ০৫:৩০ টার দিকে দিকে গোসল করে ক্যান্টিনে নাস্তা করতে যাই। এরপর ১০১১ নং রুমে আমাদের ব্যাচমেট বন্ধু রাফি, ফাহাদ এবং সৈকত থাকে বলে অন্যান্য দিনের মতই আমি বিকালের দিকে আড্ডা দিতে শেরেবাংলা হলের ১০১১ নং রুমে যাই। এরপর আমি আমার নিজের রুমে এসে পড়তে বসি। রাত ১০:০০ টার পর আমি ডাইনিং করার জন্য নিচে নামি। ঐ সময় ১৭তম ব্যাচের সাকিব এর সাথে আমার দেখা হয়। সে জানায় (PW-20) সিনিয়ার ভাইয়েরা ২০১১ রুমে ডেকেছিলেন। পরে ডাইনিং এ ঢোকান সময় মাজেদের সাথে দেখা হয় এবং এক সাথে ডাইনিং এ খাওয়া দাওয়ার জন্য বসি। মাজেদকে বলি Fuel এর একটি বই নিতে তার রুম নং ৩০০৯ এ যাবো। এরপর খাওয়ার শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সাকিব থেকে শুনেছি সিনিয়ার ভাইয়েরা ডাকছিল সে তা জানে কিনা, তখন সে বলে সে জানে না এবং বললে চল গিয়ে



দেখি কেন ডাকছিল। আমি তাকে বলি আমি মাত্র সাকিব নিকট থেকে শুনলাম, সিনিয়র ভাইরা নাকি ডাকছিল। পরে সেও বলে তাহলে গিয়ে দেখি কেন ডাকছে। রাত ১০:৩০ ঘটিকার সময় আমি মাজেদ এর সাথে রুমে গিয়ে দেখি আবরার ফাহাদ ফ্লোরে বসে আছে। আর তার আশপাশে ১৫, ১৬, ১৭ ব্যাচের অনেকে বসে আছে। মেহেদী হাসান রবিন, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন, অনিক সরকার, ইফতি মোশাররফ সকাল, তানভীর, মনিরুজ্জামান মনির, জেমি, তানিম, সাদাত, মোর্শেদ, তোহা, রাফাত ও অভিদের দেখি। এ সময় দেখি ইফতি মোশাররফ সকাল আবরারকে উত্তপ্তভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে, আর আবরার কিছু উত্তর দিতেছিল। এই সময় ইফতি মোশাররফ সকাল আবরার ফাহাদকে চড়-থাপ্পর দেয়। পরে আবারো তাকে বারবার আবরার ফাহাদকে প্রশ্ন করতে থাকে, আর কিছু নাম জানতে চায়। কিন্তু আবরার জানায় সে কারো নাম জানে

না। ফলে সকাল আবরার ফাহাদকে আবারো থাপ্পর, ঘুষি দেয়। এ সময় মুজাহিদ স্কিপিং রোপ দিয়ে আবরারকে কয়েকটি আঘাত করে পিঠে ও কাঁধে। কিছুক্ষণ পর অনিক সরকার একটি ক্রিকেট স্ট্যাম্প হাতে নেয় এবং আবরারকে আবারো বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে ও শিবির কারা করে তাদের নাম জানতে চায়। আবরার বার বার জানায়, সে কারো নাম জানে না এবং তাকে ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু অনিক বলে আবরার মিথ্যা বলছে তারপর আবরারকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে মারতে থাকে। আবরার বার বার তাকে ছেড়ে দিতে বলে, কিন্তু অনিক শিবির সম্পর্কে কিছু তথ্য তাকে দিতে বলে। পরে ফোন আসলে অনিক সরকার বের হয়ে যায়। এ সময় মেহেদী হাসান রবিন, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন এরাও আবরারকে ধমক দেয়। এ সময় ১৬ তম ব্যাচের মিজানুর রহমান মিজান, শামীম বিল্লাহ রুমে আসে। ঐ সময় ঐরুমে ১৪ তম ব্যাচের সেতু ২০০৯



(232)

নং রুমে যায় এবং সেতু রবিনের সাথে কথা বলে। এরপর
অনিক সরকার আবারো ২০১১ রুমে যায়। পুনরায় আবরারকে
বিভিন্ন প্রশ্ন করে। সে শিবিরের কার কার সাথে যোগাযোগ করে,
তাদের নাম বলতে বলে। আবরারের কাছে বুয়েটের অন্যান্য হলে
কারা শিবির করে তা বলতে বলে। এরপর আবরার ফাহাদকে
অনিক সরকার মারতে থাকে। এর পর অনিক সরকার রুম থেকে
বের হয়ে যায়। এরপর আবরার ফাহাদ জানায় তার মাথা ঘুরাচ্ছে,
শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঐ সময় তাকে ফ্লোরে শুয়ে দেয়। এ সময়
আমি রুম থেকে বের হয়ে যায়। এবং আমি নিজের রুম ৪০৭ এ চলে
এসে আমি পড়তে বসি। কিন্তু পড়ায় মনোযোগে দিতে পারছিলাম না
তাই আমি শুয়ে পড়ি এবং ঘুমানোর চেষ্টা করি। এরপর রাত
আনুমানিক ০২:৩০ বা ০৩:০০ টার দিকে মাজেদ আমার রুমে আসে
এবং সে আমাকে জানায় যে আবরার ফাহাদ মারা গেছে। এ

কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং তাকে বলি সে হঠাৎ

আমার রুমে কেন? সে বলে, তার রুমে সে ঘুমাতে পারছে না বলে

আমার রুমে চলে আসে। পরে ০৩:৩০ টার দিকে আমার রুমমেট

ইথান রুমে আসে এবং মাজেদ রুম থেকে বের হয়ে চলে যায়।

এরপর আমি আমার রুমে অবস্থান করি। বিগত ০৫/১০/১৯ইং

তারিখে আমি যখন চা খেতে নীচে নামি তখন দেখি শেরে বাংলা

হলের গেস্টরুমে ১৬ ও ১৭ তম ব্যাচের কয়েকজন বসেছিল। তারা

→ মিটিং ও
আমার
নাম নেই

হলেন সকাল, তোহা, জেমি, তানিম, মুজাহিদ, মুজতবা, রাফিদ।

দের মিটিং দেখি। অত্র ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় আসামী সকাল,

তোহা, জেমি, তানিম, মুজাহিদ, মুজতবা, মোর্শেদ, মনির,

রাফাতদের সনাক্ত করেন এই সাক্ষী। এই আমার জবানবন্দি।

আসামী মো: মেহেদী হাসান রবিন ওরফে শান্ত, ইফতি

মোশরারফ সকাল, মুনতাসির আল জেমি গণ পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ

কৌসুলির জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে- আবরার ফাহাদ হত্যা

ঘটনার পর বুয়েট কর্তৃপক্ষ আমাকে হল থেকে বহিষ্কার করেন।

০৫/১০/১৯ইং তারিখের পরিকল্পনা অনুযায়ী আবরার ফাহাদ শিবির

করে এবং আবরারকে ধরা হবে এই রকম কোন পরিকল্পনার কথা

আপনি আই/ও'র কাছে বলেন নাই-সত্য নহে। আমি

এইচবিএলএইচ ১৬ +১৭ এই গ্রুপের আমি একজন মেম্বর।

ইফতি^৫ মোশাররফ সকাল বেগে যাচ্ছে এবং আবরার ফাহাদ

রাব্বিকে চড় থাপ্পড় দেয় এই রকম কোন ঘটনা আপনি দেখেন

নাই-সত্য নয়। রবিন আবরারকে কোন ধমক দেয় আপনি তা

দেখেননি এটা আপনাকে শিখানো ও আপনার বানানো-সত্য নয়।

রবিনের সাথে কথা বলে এই কথাটি শিখানো ও আপনার বানানো-

সত্য নয়। শেরেবাংলা হলের ছাত্র যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে

শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাদের অধিকাংশের বাড়ী চট্টগ্রামে এবং তারা